দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 10 JUL 1989
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ১

10 JUL 1989

ঢাকা : সোমবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৯৬

সমস্যার আবর্তে কয়েকটি কলেজ

শিক্ষক স্বল্পতা, জরাজীর্ণ ভবন, স্থানাভাব, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা, আর্থিক সংকট, ছাত্রাবাসের অভাব, ডিগ্রী কোর্স চালু না হওয়া, সরকারী করণে জটিলতা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী কলেজে লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। মঠবাড়িয়া ছাড়া অন্যান্য খবর নিজস্ব সংবাদদাতাদের।

মাদারীপুর ঃ সাহেব রামপুর কবি নজরুল ইসলাম কলেজে স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কলেজটি আজও সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। নব নির্মিত টিনের ছাপড়ায় রোদ বৃষ্টির সময় ক্লাস করা মুশকিল হইয়া দাঁড়ায়। কলেজে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। শৌচাগারটি কাঁচা।

জয়পুরহাট ঃ পাঁচবিবি উপজেলার মহীপুর হাজী মহসিন সরকারী কলেজে উপাধ্যক্ষ ৮ জন সহযোগী অধ্যাপক ৭ জন সহকারী অধ্যাপক ৫ জন প্রভাষক ও ৩ জন প্রদর্শকের পদশূন্য। কোন গ্রন্থাগারিক নাই। কেরানী ও পিয়নের কয়েকটি পদ খালি। শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের জন্য কোন বাসভবন না থাকায় তাহাদের অনেককেই দূর দূরান্ত হইতে কলেজে আসিতে হয়। পাঁচবিবি উপজেলা সদর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত কলেজে যাতায়াতের রাস্তাটির অবস্থা খুবই খারাপ। ছাত্রাবাস না থাকায় অনেকের পক্ষেই এই কলেজে লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না।

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) ঃ মঠবাড়িয়া সরকারী কলেজের পুরাতন ভবনগুলি ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গত ২৯শে নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে কলেজের ২টি ছাত্রাবাস, ছাত্রছাত্রীদের কমন রুম ও শিক্ষকদের কমন রুম বিধ্বস্ত হয়। কয়েক বছর ধরিয়া মিলনায়তন শ্রেণী কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। কলেজে উপাধ্যক্ষের পদসহ পদ ১১টি খালি রহিয়াছে। শিক্ষকের অভাবে বাণিজ্য বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, পাঠাগার, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের আবাসিক কোয়ার্টার ইত্যাদির অভাব রহিয়াছে।

এদিকে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী এস এম ডিগ্রী কলেজটি জরুরী উন্নয়ন কাজ সম্ভব হইতেছে না। শিক্ষক কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাইতেছেন না।

কলেজে ছাত্রাবাস, কমন রুম, বিজ্ঞানাগার, পাঠাগার, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র ইত্যাদির অভাব রহিয়াছে।

মেহেরপুর ঃ মেহেরপুর সদর উপজেলায় দারিয়াপুর কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর হইতে দীর্ঘদিন ধরিয়া আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে। টিনের তৈরী কলেজ গৃহে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। কলেজে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষ আসবাবপত্র, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ও খেলাধুলার সাজসরঞ্জামের অভাবে রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। ইহা ছাড়া গাংনী এইচ,এম, এরশাদ কলেজে ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক, লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই পুস্তকসহ আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে।

বান্দরবান ঃ বান্দরবান সরকারী কলেজে ডিগ্রী কোর্স চালু না হওয়ায় অভিভাবক মহল হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। '৭৫ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২ বছর পর কলেজটি সরকারীকরণ ও কলেজে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেবল বি এ (পাস) শ্রেণীর জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেন। পরবর্তীতে এনাম কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বান্দরবান সরকারী কলেজকে অবমূল্যায়ন করিয়া শুধু উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে পরিণত করা হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ পর পর দুইবার বান্দরবান সফরকালে দুইবারই জনসমাবেশে বান্দরবান সরকারী কলেজকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহার দীর্ঘদিন পরেও পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট আসে নাই। কলেজ অধ্যক্ষ জানান, বান্দরবান সরকারী কলেজে ডিগ্রী কোর্স চালু হইলে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হইত।

চৌমুহনী ঃ সেনবাগ কলেজ সরকারীকরণের প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হইলেও অধ্যক্ষ কর্তৃক মামলা দায়ের করায় সরকারীকরণে জটিলতা দেখা দিয়াছে। ৮৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ সেনবাগ কলেজটি সরকারীকরণ করা হইবে বলিয়া স্থানীয়ভাবে ঘোষণা দেন। ইহার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক স্মারকে কলেজটি '৮৮ সালের ২৯শে মার্চ হইতে সরকারীকরণের কথা ঘোষণা করা হয়। পরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর '৮৮ সালের ১২ই অক্টোবর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা মহাপরিচালকের দপ্তর হইতে এক স্মারকে কলেজ অধ্যক্ষকে কলেজের গভার্নিং বডির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত 'ডিড অব গিফট' করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নোয়াখালী জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের পর ৮৮ সালের ৩রা নভেম্বর সেনবাগ কলেজের গভার্নিং বডি মনোনীত করেন এবং ডিড অব গিফট সম্পাদনের এক পর্যায়ে কলেজ অধ্যক্ষ জেলা প্রশাসক কর্তৃক গভার্নিং বডি মনোনয়নের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া কুমিল্লা হাইকোর্ট বেঞ্চে একটি রীট মামলা দায়ের করেন। মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবদুর রউফ ও বিচারপতি সৈয়দ ফজলে আহমদ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত গভার্নিং বডির কার্যকলাপ বন্ধ রাখার আদেশ দেন।